বাসকা
বাসকা সিরাপ

উপাদানঃ প্রতি ৫ মিলি বাসকা সিরাপে আছে বাসক ০.৬৮ গ্রাম, যষ্ঠিমধু ৬.৭৮ মি.গ্রাম, আদা ৬.৭৮ মি.গ্রাম, দারচিনি ৬.৭৮ মি.গ্রাম, এলাচ ৬.৭৮ মি.গ্রাম, পিপুল ০.১৪ গ্রাম, হরিতকি ০.০৭৩ গ্রাম, মিঠা কুড় ৬.৭৮ মি.গ্রাম, গোল মরিচ ৬.৭৮ মি.গ্রাম, লবঙ্গ ৬.৭৮ মি.গ্রাম, তেজপাতা ৬.৭৮ মি.গ্রাম, কটফল ৬.৭৮ মি.গ্রাম, কাঁকড়া শৃঙ্গী ৬.৭৮ মি.গ্রাম।

বিবরণঃ বাসকা সিরাপ যথার্থ ভেষজের সুষম সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত যা বিরক্তিকর শুকনো কাশি এবং প্রোডাকটিভ কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এটি একটি কার্যকরী, সুসহনীয়, নিরাপদ এবং তন্দ্রাচ্ছন্নমুক্ত কফ সিরাপ যার অ্যান্টি-অ্যালার্জিক এবং অ্যান্টি-অ্যাজমাটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাসকা সিরাপ চিনি মুক্ত যা শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কসহ সকল ধরণের রোগীর জন্য কার্যকর। এটি তন্দ্রাচ্ছন্নতা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মুখের শুষ্কতার মতো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত।

বাসকা সিরাপে ব্যবহৃত ভেষজ সমূহের ঔষধি গুনাগুন গুলো নিম্নরূপঃ

১.বাসকঃ বাসকের সক্রিয় উপাদান ভ্যাসিসিন এবং ভ্যাসিসিনোন গলার অস্বস্তিকর ভাব দূর করে প্রশান্তি আনয়ন করে এবং আঠালো ঘন কফ তরল করে বের করে শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখে।

২.যষ্ঠিমধুঃ যষ্ঠিমধুতে গ্লিসারাইজিন উপাদান রয়েছে যা কফ নিঃসারক ও স্বরভঙ্গ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

৩.আদাঃ সর্দি, হাঁপানি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। জিনজারে মানুষের শ্বাসনালীতে ঘটিত সিনসিটিয়াল ভাইরাস বিরোধী কার্যকলাপ রয়েছে।

৪.দারচিনিঃ দারচিনি ফেনলিক যৌগ এবং ফ্ল্যাভোনয়েড সমৃদ্ধ যার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং জীবাণুবিরোধী কার্যাবলি রয়েছে।

৫.এলাচঃ এলাচে অ্যানথ্রাকুইনোন, ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যালকালয়েড, টারপিনয়েড, স্যাপোনিন, গ্লাইকোসাইড রয়েছে যা জীবাণুবিরোধী, কফ নিঃসারক, সংকোচনবিরোধী, সুগন্ধযুক্ত এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। শ্বাস যন্ত্রের সংক্রমণ, হাঁপানি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহের চিকিৎসায় এলাচ ব্যবহৃত হয়।

৬.পিপুলঃ পিপুলের সক্রিয় উপাদান পিপারাটিন কাশি হওয়ার জন্য স্নায়ুর উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্রিয়াকে বাঁধা প্রদানের মাধ্যমে কাশি বন্ধ করে। এছাড়া পিপুলের আরো কিছু উপাদান রয়েছে যেমনঃ পিপারিন, পিপারলংগামিন, সিলভ্যাটিন, সিসামিন, ডাইয়াউডিসমিন পিপারলংগামিন, পিপারমোনালাইন এবং পিপারুভেকালিডাইন যা শ্বাসনালীর পুরাতন প্রদাহ, কাশি এবং হাঁপানি চিকিৎসায় কার্যকরি।

৭.হরিতকিঃ এটি জ্বর, কাশি, ডায়রিয়া, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, চর্ম রোগ এবং ক্ষত সংক্রমণের প্রতিকার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৮.মিঠা কুড়ঃ মিঠা কুড় কফ নিঃসরন সহ শ্বাসনালীর প্রদাহ, হাঁপানি এবং অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রের সমস্যাগুলিতে খুব ভাল কাজ করে। এটি শ্বাসনালীর ক্রিয়ার ওপর কাজ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ঠিক রাখে।

৯.গোল মরিচঃ গোল মরিচে তীব্র ক্ষারযুক্ত পিপারিন আছে যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-অ্যাজমাটিক, ব্যথানাশক, প্রদাহ নাশক, সংকোচন বিরোধী এবং জীবানু বিরোধী হিসেবে কাজ করে।

১০.লবঙ্গঃ লবঙ্গতে কেম্পফেরল, রেমনেটিন এবং বিটা ক্যারিওফাইলিন সহ বিভিন্ন ধরণের ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা প্রদাহ বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। লবঙ্গ আঠালো কফ তরল করে বের করে শ্বাস নালী পরিষ্কার রাখে।

১১.তেজপাতাঃ তেজপাতাতে পলিফেনল রয়েছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রদাহনাশক ও জীবানুবিরোধী ক্রিয়া প্রদর্শন করে।

১২.কটফলঃ কটফল বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে যেমনঃ হাঁপানি, কাশি, দীর্ঘ স্থায়ী শ্বাসনালীর প্রদাহ, আলসার, রক্তশূন্যতা, জ্বর, ডায়রিয়া এবং নাক, কান ও গলার বিভিন্ন অসুস্থতায় ব্যবহৃত হয় ।

১৩.কাঁকড়া শৃঙ্গীঃ কাঁকড়া শৃঙ্গী মূলত অ্যালকালয়েড, ফ্ল্যাভোনয়েড, ট্যানিন, স্যাপোনিন এবং স্টেরল সমৃদ্ধ যার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, জীবানু নাশক ও ব্যথানাশক গুনাবলি সহ আরো ভেষজ কার্যকারিতাও রয়েছে। এটি শ্বাসনালীর শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

রোগ নির্দেশনাঃ কাশি উপশম করে, বুকের জমাট বাঁধা ঘন কফ তরল করে বের করে, এছাড়াও শ্বাসযন্ত্রের দুর্বলতা এবং স্বরভঙ্গ রোগে কার্যকর।

সেবন মাত্রা ও সেবন বিধিঃ

১২ (বার) বছরের কম বয়সী শিশুঃ ১-২ চা চামচ (৫-১০ মিলি) দিনে ৩ বার,

প্রাপ্ত বয়স্কঃ ৩ চা চামচ (১৫ মিলি) দিনে ২-৩ বার অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য। তীব্র কাশিতে ভাল কার্যকারিতার জন্য হালকা গরম পানি যোগ করা যেতে পারে।

প্রতিনির্দেশনাঃ এখন পর্যন্ত কোন বিরুপ প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে বাসকার কোনও উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে ।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াঃ নির্দেশিত মাত্রায় সেবন করলে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

অন্য ওষুধের সাথে ক্রিয়াঃ এখন পর্যন্ত কোন তথ্য জানা যায়নি।

সংরক্ষণঃ আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন, শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

পরিবেশনাঃ প্রতিটি পেট বোতলে রয়েছে ১০০ মিলি বাসকা সিরাপ।

IBN SINA
দি ইবনে সিনা ন্যাচারাল মেডিসিন লিঃ
(হারবাল বিভাগ) সফিপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।